সমকাল

তারিখ 07 MAY 2014
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

# কক্সবাজারে ডিজিটাল কনটেন্ট মেলায় পুরস্কৃত ৪২ শিক্ষক

■ সাব্বির নেওয়াজ/আবু তাহের, *কক্সবাজার থেকে*

কক্সবাজারে 'ডিজিটাল কনটেন্ট' নিয়ে দু'দিনের শিক্ষক সম্মেলন মঙ্গলবার শেষ হয়েছে। বিজ্ঞান, গণিত আর ইংরেজির মতো কঠিন বিষয়গুলো শেখানোর সহজ কৌশল সংবলিত 'ডিজিটাল কনটেন্ট' শিক্ষক বাতায়ন নামক ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। দেশের যে কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ কনটেন্ট ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করতে পারবেন।

মেলার প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গতকাল আকস্মিক কক্সবাজার শহর ও রামু উপজেলার একাধিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। তিনি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে শিক্ষার প্রকৃত সমস্যাগুলো জানার চেষ্টা করেন। সকালে তিনি যান সম্মেলনস্থলের দেড় কিলোমিটার দূরের কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে ছাত্রীরা জানায়, ডিজিটাল কনটেন্ট নিয়ে তাদের স্কুলে ক্লাস হয় না। অভিযোগ শুনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একটু ধৈর্য ধর। আমার হাতে জাদুর কাঠি নেই যে, একদিনে সব বদলে দেব। প্রধান শিক্ষক নাসির উদ্দিন বলেন, তার এই প্রতিষ্ঠানে ৫ জন শিক্ষকের সংকট রয়েছে। ভৌত অবকাঠামো নেই। তাই মাল্টিমিডিয়া দিয়ে পাঠদান করানো সম্ভব নয়। একই চিত্র কক্সবাজার সিটি কলেজ ও রামু উপজেলার রামু খিজারি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়েও। ভৌত অবকাঠামো এবং শিক্ষকের অদক্ষতার কারণে ডিজিটাল কনটেন্ট নিয়ে সেখানেও ক্লাস হয় না।

কক্সবাজারের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে 'একুশ শতকের শিক্ষায় আলোকিত শিক্ষক' স্লোগান নিয়ে সোমবার এ শিক্ষক সম্মেলন শুরু হয়। এতে অংশ নেন শতাধিক শিক্ষক। গতকাল দেশসেরা ৪২ শিক্ষককে পুরস্কৃত করা হয়। পুরস্কার পাওয়া শিক্ষকরা ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করেছেন। তাদের কনটেন্টগুলো শিক্ষক বাতায়নে রাখা আছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক্সেস টু ইনফরমেশন (এটুআই) প্রকল্প, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং ব্রিটিশ কাউন্সিল যৌথভাবে এ সম্মেলনের আয়োজন করে।

গতকাল কক্সবাজার সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অষ্টম শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বেঞ্চে বসেন। শিক্ষার্থীদের সমস্যা জানতে চান। শিক্ষার্থী রোয়েনা নাঈম শিক্ষামন্ত্রীর কাছে জানতে চায়, ক্লাসরুমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার কবে শুরু হবে? শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা চেষ্টা করছি, একটু সময় লাগবে।

এরপর মন্ত্রী কক্সবাজার সিটি কলেজ এবং কক্সবাজার থেকে ১৬ কিলোমিটার দূরে রামু খিজারি আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শনে যান। সেখানে তিনি দশম শ্রেণীর বিজ্ঞান শাখার ক্লাসে একজন মাত্র ছাত্রী দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেন।

সকালে শিক্ষক সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশনে অংশ নেন শিক্ষামন্ত্রী। 'একুশ শতকের শিক্ষক : দক্ষতা ও চ্যালেঞ্জসমূহ' শীর্ষক ওই অধিবেশনে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ঢাকার নিউ মডেল বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক একেএমআই খাইরুল আলম। বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়ার দুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক রাশেদ রায়হান, রংপুর কারমাইকেল কলেজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাহফুজ আরা সুলতানা এবং হবিগঞ্জের লামাতাশি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক শর্বাণী দত্ত।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা শিক্ষার জোগানদাতা। আর শিক্ষকরা নিয়ামক শক্তি। কাজেই শিক্ষকরা প্রস্তুত না হলে কিছু হবে না। তিনি বলেন, সব শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া চালিয়ে ক্লাসে শিক্ষা দিতে হবে। সব শিক্ষককে কম্পিউটার শিখতে হবে।